ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ়তত্ত্ব (২)

মার্ক ৪:২৬-২৯

গত সপ্তাহে আমরা দুটি দৃষ্টান্তের দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে যীশুর ব্যাখ্যা দেখেছি। প্রথমটি ছিল প্রদীপ সম্বন্ধীয় এবং দ্বিতীয়টি ছিল মাপযন্ত্র সম্বন্ধীয়। উভয় দৃষ্টান্তেই, আমরা প্যারাডক্স লক্ষ্য করেছি। আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হলেও, সত্যকে যীশু তুলে ধরেছেন। আজকে আমরা ঈশ্বরের রাজ্য সম্বন্ধে যীশুর আরও একটি দৃষ্টান্ত দেখব। এটিতেও প্যারাডক্স দেখতে পাব।

বীজের গোপনে বৃদ্ধি (২৬-২৯ পদ)

এই দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা যীশু নিজে আমাদের জানাননি। তাই, এর ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিশ্বাসীদের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা যায়। তথাপি, মোটের উপর একটি বিষয়ে সকলের মধ্যে মিল দেখতে পাওয়া যায় — তা হল, ২৮ পদে "আপনা-আপনি" শব্দগুচ্ছকে প্রধান শব্দ হিসাবে চিন্তা করা (প্রেরিত. ১২:১০)। গ্রিক বাইবেলে এই শব্দের জন্য *'automatos'* শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যে শব্দ থেকে ইংরাজী শব্দ *'automatic'* এসেছে। এই শব্দের অর্থ, "দৃশ্যগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই।"

যদিও চাষী বীজ বুনে এবং ফসল তোলে, এর মধ্যবর্তী সময়ের বৃদ্ধি কিন্তু চোখে দেখা যায় না। গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি যে, যীশুর মাধ্যমে পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্যের আগমনকে একটি বীজ বুনার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল। ছোট, সামান্য বীজ, যা মাটিতে পোঁতার পর আর দেখাও যায় না, কিন্তু গোপনে এবং রহস্যের সঙ্গে সেই বীজ বৃদ্ধি পায়। প্রথমে অঙ্কুরিত হয়, তারপর আকারে বৃদ্ধি পায়, এবং শেষে ফল ধরে। এই বৃদ্ধি আমরা দিতে পারি না, আবার কীভাবে বৃদ্ধি পেল, তাও আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি না। বীজ কীভাবে অঙ্কুরিত হয়ে বৃদ্ধি পায়, শস্যশ্যামলা হয়ে ওঠে, এর মধ্যে এক রহস্য লুকিয়ে আছে। চাষীকে এর জন্য যথেষ্ট বিশ্বাস ও ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয় (যাকোব ৫:৭, ৮)।

ঈশ্বরের রাজ্যও ঠিক একইভাবে ছোট বা সামান্য আকারে, যীশুর মাধ্যমে আমাদের মাঝে এসেছে। কিন্তু "দৃশ্যগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই" তা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। শেষে ফসল-সংগ্রহের সময় আসবে, অর্থাৎ, যীশুর দ্বিতীয় আগমনের দ্বারা এই রাজ্যের পূর্ণতা আমাদের মধ্যে সাধিত হবে। তখন, এই পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য আমাদের প্রভুর রাজ্যে পরিণত হবে (প্রকা ১১:১৫; ১৭:১৪)। যখন মন্দের উপর পূর্ণ জয়লাভ সম্ভব হবে, আমাদের ক্ষতসকল সুস্থ হবে, অবিচারের বলিরা প্রভুর কৃপা পাবে, যখন ন্যায্য বিচার প্রভুর দ্বারা সাধিত হবে। আমরা তাই মধ্যবর্তী সময়ে বাস করছি। ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন ও তার পূর্ণতা লাভের মধ্যবর্তী সময়; যীশুর প্রথম ও দ্বিতীয় আগমনের মধ্যবর্তী সময়।

চাষীদের ন্যায় আমাদের বীজ বুনতে হবে। বীজবাপকের দৃষ্টান্তের ন্যায়, বিভিন্ন মানুষের কাছে প্রভু যীশুর মাধ্যমে, ঈশ্বরের রাজের আগমনের কথা ও তাঁকে বিশ্বাসের দ্বারা এই রাজ্যে প্রবেশের সুযোগের কথা (বাক্য) আমাদের ছড়িয়েদিতে হবে। তাহলে, সেই ছড়িয়ে দেওয়া সুসমাচারের বাক্যরূপ বীজ নিজে নিজে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা "কোন দৃশ্যগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই" অঙ্কুরিত হবে, বৃদ্ধি পাবে ও ফসল ধরবে। এখনে প্যারাডক্স হল, যদিও ঈশ্বর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)

আমাদের তাঁর রাজ্যের বাণী প্রচার করার জন্য আহ্বান করেন, তবুও ঈশ্বরের রাজ্য মানুষের প্রচেষ্টা ছাড়াই আসবে। চাষী কেবল বীজ বুনে ও ফসল কাটে, সে বৃদ্ধি দাতা নয় (১করি. ৩:৬-৭, যোহন ৩:৮)। অঙ্কুরোদ্গম, বৃদ্ধি, পরিপক্কতা, বা ফলধারণ। এ সবই ঘটে বীজ ও মাটির গুণ অনুসারে। আমরা এই প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করতে পারি, কিন্তু এই প্রক্রিয়া সাধন"সৃষ্টি করতে পারি না।

"বীজবাপকের" দৃষ্টান্তে অধিকাংশ বীজ *উৎপাদনে অক্ষম* এমন মাটিতে পড়েছিল। এই কথা শুনে বিশ্বাসী আমরা হয়তো বীজবপন কার্যে নিরুৎসাহ হতে পারি, এই কথা চিন্তা করে, "বীজের গোপনে বৃদ্ধি" দৃষ্টান্তের দ্বারা যীশু আমাদের উৎসাহিত করতে চেয়েছেন। "আমরা যদি নিরুৎসাহ না হয়ে বীজ বপন করি, তাহলে আমরা যথাসময়ে ফসল তুলব" (গালা. ৬:৯)। ঈশ্বরের রাজ্যে, একদিকে, যেমন আমরা সুসমাচার প্রচারের কাজ (সুসমাচার প্রচার, সমাজসেবা) নিষ্ঠা সহকারে করব;অন্যদিকে, ঈশ্বরের রাজ্যের বৃদ্ধি ও ফলধারণ আমাদের প্রচেষ্টা ছাড়াই সাধিত হবে। অনেক সময়, মানুষ আমরা আমাদের শক্তিতে ঈশ্বরের রাজের বৃদ্ধি দান করতে চাই। তাই, আমরা বিভিন্ন অসৎ পথ অবলম্বণ করতেও পিছপা হই না। হিংসা, হানাহানি, দূষণ, ঘুষ, ফাঁকি। কিন্তু এই দৃষ্টান্তের দ্বারা যীশু আমাদের সচেতন করেছেন। আমরা যেন আমাদের শক্তির দ্বারা ঈশ্বরের রাজ্যের পূর্ণতা আনার ব্যর্থ চেষ্টা না করি। কোন রাজনৈতিক দল বা মেগা চার্চ বা কেবল মিশনকার্য ঈশ্বরের রাজ্যের পূর্ণতা আনতে অক্ষম। আমরা অবশ্যই বিশ্বস্ত দাস হিসাবে সুসমাচার প্রচার করব, শিষ্য তৈরি করব, খ্রীস্টানুসরণ করব, কিন্তু ঈশ্বরের রাজ্যের পূর্ণতা আমাদের এইসকল কাজ ছাড়াই আসবে (প্যারাডক্স)।

এখানে একদিকে মানুষের দায়িত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছে। বীজ মাটিতে না পড়লে কখনও অঙ্কুরিত হতে বা বৃদ্ধি পেতে বা ফল ধরতে পারে না। অর্থ — সুসমাচার তখন ফল ধরে যখন হৃদয় তা গ্রহণ করে। একথা সত্য যে আমাদের পরিত্রাণে আমাদের কার্য প্রায় কিছুই নেই, ঈশ্বরই সব করেন। তবুও, আমরা যেন আমাদের দায়িত্বকে ভুলে না যাই। যখন কারারক্ষক পৌল ও সীলকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "পরিত্রাণ পেতে আমাকে কী করতে হবে?" তখন পৌল বা সীল তাকে "কিছুই করতে হবে না," এমন কথা নয় কিন্তু "তুমি ও তোমার পরিবার যীশুতে বিশ্বাস কর," এমন কথা বলেছিলেন (প্রেরিত. ১৬:৩০, ৩১)। আবার অন্যদিকে, এ কথাও সত্য, যদি ঈশ্বর আকর্ষণ না করেন, কেউ তাঁর কাছে আসতে পারে না (যোহন ৬:৪৪) বা আত্মা নতুন-জন্ম না নিলে কেউ পরিবর্তিত হতে পারে না (যোহন ৩:৩, ৫;যির. ৩১:১৮, ১করি ৪:৭, ইফি. ২:৮, ফিলি. ২:১২, ১৩)। অর্থাৎ, এইসকল পদ ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে জোর দেয়।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়)